দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 22 NOV 2008
পৃষ্ঠা ১৭ কলাম ৭

রাবিতে ভর্তি পরীক্ষায় জালিয়াতি চক্রের ৭ সদস্য গ্রেফতার

ভুয়া সিল ও প্রবেশপত্র উদ্ধার

॥ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা ॥

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের চলতি শিক্ষাবর্ষের প্রথমবর্ষ (সম্মান) শ্রেণীর ভর্তি পরীক্ষায় জালিয়াতির মাধ্যমে পরীক্ষা দেয়ার অপরাধে বৃহস্পতিবার জালিয়াত চক্রের সাত সদস্যকে গ্রেফতার করেছে মতিহার থানা পুলিশ। পরে তাদের বাসায় তল্লাশি চালিয়ে প্রায় সকল বিভাগের ভুয়া সিল, অর্ধশত প্রবেশপত্র, অব্যবহৃত শতাধিক ভর্তি ফরম, শতাধিক ছবি ও গাঁজা উদ্ধার করে।

পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা গেছে, ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে মোটা অংকের টাকা আদায় করার উদ্দেশ্যে জালিয়াত চক্রের সদস্য এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন ও বিচার বিভাগের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র হাসান ও তারেক মাহমুদ বুধবার বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা দিতে আসা এনামুল নামের এক ছেলের কাছ থেকে তার প্রবেশপত্র ছিনিয়ে নেয়। পরে তারা তারেককে ত্রিশ হাজার টাকার বিনিময়ে আইন ও বিচার বিভাগে ভর্তি করানো হবে বলে জানিয়ে দেয়। কিন্তু এনামুল এতে রাজি না হলে তারা এনামুলকে নানাভাবে ভয়ভীতি দেখাতে থাকে। এ ঘটনা জানাজানি হলে গতকাল বৃহস্পতিবার সকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের সৈয়দ আমীর আলী হল থেকে তারেক ও হাসানসহ ভর্তি পরিক্ষার্থী মেজবাহ ও নাজিবুল হাসানকে গ্রেফতার করা হয়।

এ সময় মেজবাহের দেহ তল্লাশি করে বেশ কিছু গাঁজা পাওয়া যায়। পরে তারেক ও হাসানের স্বীকারোক্তি অনুযায়ী ওই চক্রের অপর সদস্য রিপনের বাসায় তল্লাশি চালানো হয়। রাজশাহী নগরীর টিকাপাড়ায় অবস্থিত রিপনের বাসায় তল্লাশি চালিয়ে পুলিশ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের ৪২ টি সিল, ভর্তিচ্ছুদের ৪৬ টি প্রবেশপত্র, শতাধিক অব্যবহৃত ফরম উদ্ধার করে। কিন্তু পুলিশ রিপনকে গ্রেফতার করতে পারেনি। পরে ওই চক্রের অপর সদস্য ও বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন ও বিচার বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র হুমায়ুন কবির মিঠুনকে নগরীর শিরোইল এলাকায় অবস্থিত একটি বাসা থেকে গ্রেফতার করা হয়।

পুলিশ ওই বাসা থেকেও একই রকম সিল-প্যাড, প্রবেশপত্রসহ বেশকিছু ছবি উদ্ধার করে। এ সময় সেখানে অবস্থানরত মিঠুনের স্ত্রী ও ভর্তি পরীক্ষার্থী মিয় চৈতি এবং রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজের চতুর্থ বর্ষের ছাত্র তাওহিদকে গ্রেফতার করে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রক্টর অধ্যাপক ড. এনামুল হক ঘটনার সত্যতা স্বীকার করেন।